ইত্তেফাক

051

তারিখ ... ২০/১০/৭৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৭ ...

শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের
কর্ম অধিবেশন

প্রাথমিক শিক্ষার উপর আলোচনা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গত শুক্রবার জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের ত্রয়োদশ কর্ম অধিবেশনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের খসড়া প্রতিবেদন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর এম, আই, চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

খসড়া প্রতিবেদনের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদের 'শিক্ষার লক্ষ্য হইবে বাংলাদেশে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং বিকাশ সাধন করা' এই ধারা লইয়া বিতর্কের সূচনা হয়।

ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ, জনাব ফয়েজ আহমদ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ প্রমুখ বলেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়া তাহাদের আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। 'বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি' এ কথার সঙ্গে তাহাদের প্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। ডঃ এনামুল হক, মিসেস জাহানারা ইমাম, ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস ও জনাব আতাউস সামাদ এই বক্তব্য সমর্থন করেন। জনাব আবুল কালাম আজাদ সহ আর ও দুই একজন সদস্য বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। অবশেষে এই ধারাকে সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করিয়া 'শিক্ষার লক্ষ্য হইবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং বিকাশ সাধন করা' এই কথা গৃহীত হয়।

বৃহস্পতিবারের বাদশ কর্ম অধিবেশনে হাজী মোহাম্মদ দানেশের প্রস্তাবিত ধারা লইয়া শুক্রবারও বিতর্ক হয়। এই বক্তব্যের পক্ষে ডঃ সৈয়দ সফি উল্লাহ ও জনাব ফয়েজ আহমদ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষার উপর আলোচনা

(৩য় পৃঃ পর)

যুক্তি প্রদর্শন করেন। অপরদিকে আবুল কালাম আজাদ ও মওলানা আবদুল মান্নান ইহার বিরোধিতা করেন। সমস্যার নিষ্পত্তি না হওয়ায় উভয়পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে সন্নিবেশিত করার ব্যাপারে বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

ডঃ এনামুল হক বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার ব্যাপারে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও সরকারী ঘোষণার পূর্বেই আমাদের উচিত জনগণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহা বাস্তবায়নে উদ্যোগ লওয়া। তাহা না হইলে বাস্তবায়নের কাজ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িবে এবং অহেতুক বিলম্ব সৃষ্টি হইবে। তাঁহার এই বক্তব্য পরিষদের প্রায় সকল সদস্যই সমর্থন করেন।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ও বৈষম্য দূরীকরণ প্রচেষ্টা লইয়াও বিতর্ক হয়।